রাজা-মহারাজা আর পদকের ভারে পিষ্ট জনগণ

বদরুল আলম নাবিল

... দোলা হে দোলা।
আঁকাবাঁকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই রাজা-মহারাজাদের দোলা/আমাদের জীবনের ঘামে ভেজা শরীরের বিনিময়ে পথ চলে দোলা.../হায় মোর ছেলেটির উলঙ্গ শরীরে একটুও জামা নেই, খোলা/ দু'চোখে জল এলে মনটাকে বেঁধে যে, তবুও বয়ে যাই দোলা/যুগে যুগে ছুটি মোরা কাঁধে নিয়ে দোলাটি, দেহ ভেঙে ভেঙে পড়ে.../রাজা-মহারাজার দোলা। বড় বড় মানুষের দোলা।

– ভুপেন হাজারিকা

এক দেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের দুই নেত্রী একই প্লেনে বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। দুই নেত্রীর মধ্যে কারণে-অকারণে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুরো দেশের মানুষ। প্লেন আকাশে উড়তেই এক নেত্রী পার্স খুলে একটি কড়কড়ে ১০০ টাকার নোট বের করলেন। তারপর প্লেনের জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে অন্য নেত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমি দেশের একজন মানুষের উপকার করলাম।' এ কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই অন্য নেত্রী স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে বের করলেন তিনটি ১০০ টাকার নোট। তারপর সেগুলো ফেলে দিলেন এবং জোর গলায় অপর নেত্রীকে শুনিয়ে বললেন, 'আমি উপকার করলাম দেশের তিনজন মানুষের।'

এসব দেখে বিরক্ত প্লেনের পাইলট। নিজেকে স্থির না রাখতে পেরে বলে উঠলেন, 'আহা! আমি যদি আপনাদের দুজনকেই এখন ফেলে দিতে পারতাম, তবে একজন-দুজন নয়, উপকার হতো ১৪ কোটি মানুষের।'

গল্পের দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বেশ

এক নেত্রী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন তো আরেক নেত্রী তার প্রতিবাদে হরতাল ডেকে বাজারদর আরো চড়িয়ে দেন। এক নেত্রী জঙ্গি মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলছেন তো আরেকজন তা রাঙিয়ে-রসিয়ে বিদেশী প্রভুদের কাছে প্রচার করে পুরো জাতিকে তালেবান হিসেব চিহ্নিত করছেন।

মিল আছে। অমিল শুধু একটি জায়গায়, গল্পের নেত্রীরা কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেত্রীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশের মানুষের ছোটখাটো উপকার করেন। আমাদের নেত্রীদ্বয় করেন উল্টোটা, মানে দেশের মানুষের ক্ষতি। এক নেত্রী নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন তো আরেক নেত্রী তার প্রতিবাদে হরতাল ডেকে বাজারদর আরো চড়িয়ে দেন। এক নেত্রী দেশের ব্যবসায়ী সমাজের দাবি অগ্রাহ্য করে সরকারি ছুটি এক দিনের জায়গায় দু'দিন করেন। অপরজন কারণে-অকারণে হরতাল দিয়ে দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করেন। এক নেত্রী জঙ্গি মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলছেন তো আরেকজন তা রাঙিয়ে-রসিয়ে বিদেশী প্রভুদের কাছে প্রচার করে পুরো জাতিকে তালেবান হিসেব চিহ্নিত করছেন।

হ্যাঁ! এই রাজা-রানীদের ভার বইতে বইতে এ দেশের মানুষ বড়ই ক্লান্ত। মুটে-মজুরের মতো ৩৪ বছর ধরে নেতা-নেত্রীদের ভার বয়ে এসেছে এদেশের মানুষ, হয়তো ছিটেফোঁটা কিছুর আশায়। '৭১-এর সদ্য স্বাধীন দেশে তাদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিল কিছুটা বেশি। রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আসবে অর্থনৈতিক মুক্তি। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। কিন্তু মোহ ভাঙতে সময় লাগেনি। আমাদের অভিভাবক রাজনীতিকগণ আমাদের কোনো রকম অন্ধকারে না রেখে অল্প দিনের মধ্যেই নিশ্চিত করে দিলেন জনগণের স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়া বা অধিকারের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। ওনারা রাজনীতি করেন নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর জন্য। সাধারণের কথা ভাবার সময় তাদের কই!

জনগণ চেয়েছিল সরকারগুলো আর কিছু না করুক তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে। তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তাও ওনারা করেননি অথবা করতে চাননি। সব শেষে এখন একটাই প্রত্যাশা, নেতারা নিজেরা কামড়া-কামড়ি করতে গিয়ে আর জনগণের শান্তি নষ্ট করবেন না। কিন্তু কে শোনে কার আকুতি। দেশের মানুষের পাশাপাশি এখন বিদেশীরাও বলছেন, 'রাজনীতিই এখন বাংলাদেশের সমাজিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধানতম বাধা হয়ে।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষত সরকারের প্রশ্রয়ে উগ্রধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে দেশে। এরা বোমাবাজি করে খুন করছে দেশের মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে চলেছে দেশের ইমেজ। সর্বশেষ গত ১৭ আগস্ট ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালিয়ে তাদের শক্তির জানান দিয়েছে। ১৯৯৯ থেকে গত ৬ বছরে ২২ বারে ৮৯৫টি বোমা হামলা চালিয়ে ওরা খুন করেছে ২৭৩ জনকে। বহু লোক পঙ্গু এবং কয়েক হাজার লোক আহত হয়েছে। পরবর্তী হামলার মহড়াও এই বর্বররা চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মের লেবাসধারী এসব জঙ্গির পেছনে জনগণের কোনো সমর্থন নেই। কিন্তু রাজনীতিকদের সমর্থনেই এরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমন একটি জাতীয় ক্রান্তিকালে আমাদের রাজনীতিকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বর্বর জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারলেন না! এই ভয়াবহ বোমা হামলাগুলোর পর রাজনৈতিক দলগুলো হীন রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করে আসছে। সংবাদপত্রগুলো কয়েক বছর আগে থেকে যখন প্রমাণসহ জঙ্গি তৎপরতার খবর ছাপতে থাকলো, সরকারের মন্ত্রীরা চিৎকার করে বললো- 'দেশে কোনো জঙ্গি নেই, সব মিডিয়ার সৃষ্টি। বোমাবাজি করছে বিরোধীদল।' বিরোধীদল বললো, 'সরকারই এই বোমাবাজি করছে বা করাচ্ছে।' জামাআতুল মুজাহিদিন নামের জঙ্গি সংগঠন ১৭ আগস্ট বোমা হামলা চালিয়েছে এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী সংসদে বললেন, 'ধর্মীয় লেবাসে অন্য কেউ বোমাবজি করছে দেশকে অস্থিতিশীল করতে।' অন্য কেউ বলতে তিনি আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করেছেন। কথাকন্যা শেখ হাসিনা তো থেমে থাকার পাত্রী নন। তিনিও উত্তরে বললেন, 'হাওয়া ভবনে সন্ধান করুন, বোমাবাজদের পেয়ে যাবেন।' তাদের এই পরস্পরকে জব্দ করার 'খেলা'র সুযোগ নিয়ে জঙ্গিরা দেশ ও জাতির অস্তিত্বই ক্রমশ বিপন্ন করে তুলেছে। ওনারা একবারও ভাবলেন না, দেশ থাকলে তো ওনাদের রাজনীতি থাকবে! দেশ না থাকলে ওনারা রাজনীতি করবেন কোথায়!

ধর্মের লেবাসধারী এসব জঙ্গির পেছনে জনগণের কোনো সমর্থন নেই। কিন্তু রাজনীতিকদের সমর্থনেই এরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এমন একটি জাতীয় ক্রান্তিকালে আমাদের রাজনীতিকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বর্বর জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারলেন না! এই ভয়াবহ বোমা হামলাগুলোর পর রাজনৈতিক দলগুলো হীন রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য পরস্পরকে দোষারোপ করে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করে আসছে

ক্রমবিকাশমান জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাস সরাসরি মানুষের জীবন কাড়ছে। আর দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া সাধারণ মানুষের টিকে থাকার শক্তি নিঃশেষ করে চলছে। এক বছরের মধ্যে তিনবার জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম। সরকারি দল বিএনপির একটি ওয়েবসাইটে (www.bnpbd.com) BNP as a Government- অংশে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রশস্তি রয়েছে। এ অংশটি প্রায় দু'বছর হাল নাগাদ করা হয়নি। তবে সম্প্রতি এ অংশ থেকে একটি বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে, 'দ্রব্যমূল্য'। এতে দেখানো হয়েছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ের সঙ্গে বর্তমান বিএনপি সরকারের সময়ে বিভিন্ন জিনিসের দামের তুলনামূলক চিত্র। এতে দেখা যেত, প্রকৃত বাজারদরের তুলনায় বেশ কিছুটা কমিয়ে লিখলেও প্রায় সব জিনিসের দাম আওয়ামী লীগ সময়ের তুলনায় বেশি। দ্রব্যমূল্যের এ ব্যবধান বাড়তে বাড়তে কোনো কোনোটি দ্বিগুণ, তিনগুণ পর্যন্তও হয়েছিল।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মানুষের

আয় বেড়েছে, ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে; তাই দ্রব্যমূল্য তো বাড়বেই।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, যে দেশে কোটি যুবক বেকার, যে দেশে এই একবিংশ শতকেও মঙ্গায় আক্রান্ত হয়ে মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, যে দেশে একজন কৃষক সূর্য ওঠার আগে থেকে শুরু করে অনেক রাত পর্যন্ত ফসল ফলানোর কাজ করে নিজেই দু'বেলা ঠিকমতো খেতে না পেরে উপোস করছে, সে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কীভাবে বাড়লো? হ্যাঁ, আপনারা যারা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের ও তাঁদের ঘনিষ্ঠজনদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। কারণ কিছুদিন পরপর বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে নিচ্ছেন। তার ওপর আছে কত রকম 'বিশেষ আয়ের' সুযোগ। কিন্তু সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের বেতন বাড়ে না, উপরি আয়ও তাদের নেই। সারা বছর আপনারা ঝগড়া করবেন, জাতীয় কোনো ইস্যুতেও আপনারা একমত হতে পারেন না। কিন্তু এমপিদের বেতন বাড়ানোর প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ইস্পাত কঠিন ঐক্য দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, 'কৃষিপণ্যের দাম বাড়লে কৃষক লাভবান হয়, তারা ন্যায্যমূল্য পায়।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এটাতো আপনার অজানা থাকার কথা নয়, দাম বাড়লে সেই বর্ধিত দাম কখনো কৃষক পায় না। কুষ্টিয়ায় যে লাউটি কৃষক ৫ টাকায় বিক্রি করে, ঢাকার কারওয়ান বাজারে সেটি একজন ক্রেতা কেনে ২৫ টাকায়। বাকি ২০ টাকা পায় পথে পথে চাঁদাবাজ, পুলিশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী। অন্যান্য পণ্যের বর্ধিত মূল্য পায় মজুতদাররা। তাই দাম বাড়লে কৃষকের কষ্ট আরো বাড়ে। কারণ দু-একটি পণ্য সে নিজে ফলালেও তাকে কিনে খেতে হয় আরো দশটি। আপনার পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক সাফল্য ছিল। কিন্তু সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বলে মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। আপনাদের সময়ে দ্রব্যমূল্য তারচেয়েও বেশি পোড়াচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আপনাদের একই পরিণতি হবে বলে মনে করেন দেশের সাধারণ মানুষ। মূল্যস্ফীতির হার সরকারি পরিসংখ্যানেই ৭% ছাড়িয়ে গেছে। বাস্তবে এর অভিঘাতটাতো আরো বেশি। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে অর্থনীতি চাপের মুখে রয়েছে। সে কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংককে দিয়ে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

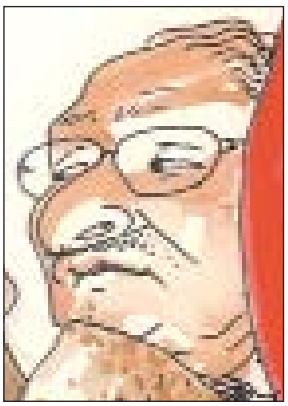

একটি গল্প শুনেছিলাম। একজন সৎ মানুষ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে এলো, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। লোকটি কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। এ সময় সে আকাশ থেকে এক দৈববাণী শুনতে পেল, 'হে সৎ মানুষ, তোমাদের দেশটিকে আমি ধ্বংস করে ফেলব। অচিরেই এক মহাপ্লাবন হবে। সেই প্লাবনে সব অসৎ লোককে ধ্বংস করা হবে। তুমি দ্রুত একটি বিশাল নৌকা বানাও। নৌকায় শুধু সৎ মানুষদের নিয়ে উঠবে।' পরদিন থেকেই লোকটি নৌকা বানানোর জন্য তৎপরতা শুরু করলো ।

কিছুদিন পর লোকটি আবার রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। একইভাবে আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। শোনা গেলো সেই দৈববাণী, 'হে সৎ মানুষ, নৌকা বানানো শেষ হয়েছে?' লোকটি কাঁদো কাঁদো সুরে জবাব দিলো, 'হে শক্তিমান, নৌকা বানানো শুরুই করতে পারিনি। প্রথমে কিনলাম ভালো সেগুন কাঠ, বনরক্ষীরা এসে চোরাই কাঠ কেনার দায়ে গ্রেপ্তার করতে চাইল। তাদের ঘুষ দিয়ে বাঁচলাম। তারপর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে গেলাম ডিজাইন অনুমোদন নিতে। সেখানেও ঘুষ লাগলো। নৌকা বানানো শুরু করতে চাইতেই স্থানীয় মাস্তানরা চাঁদা দাবি করলো। প্রতিকার চাইতে গেলাম পুলিশের কাছে, তারা আবার চাইলো ঘুষ। এরপর গোয়েন্দা পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করলো, এতো বড় নৌকা তৈরি কোনো বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ? বানানোর টাকা কোথায় পেয়েছি, ইত্যাদি।

হঠাৎ আকাশের মেঘ কেটে গেল। লোকটি ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো, হে পরম শক্তিমান, আমি এখন কী করবো? আকাশ থেকে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব এলো, 'দেশটা তো দেখছি তোমরা আগেই ধ্বংস করে ফেলেছ!'

সাবেক এক মন্ত্রী, যিনি ৯ বছর গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। দুর্নীতি সম্পর্কিত কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'সরকারপ্রধানের সমর্থন ছাড়া কোনো মন্ত্রীর পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। আবার মন্ত্রীর সমর্থন ছাড়া কোনো আমলার পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয়। সরকারপ্রধান দুর্নীতিমুক্ত হয়ে তা বন্ধ করতে চাইলে সিংহভাগ দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব।' দেশের মানুষও এটা বিশ্বাস করে যে প্রধানমন্ত্রী চাইলে দুর্নীতি বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। তবুও দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দ্বিতীয় দফা হ্যাটট্রিক করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গুটিকয়েক রাজনীতিবিদ আর আমলার দুর্নীতির কারণে দেশের ১৪ কোটি মানুষের ওপর বর্তেছে সেরা দুর্নীতিবাজের কলঙ্ক।

আপনাদের সময়ে দ্রব্যমূল্য তারচেয়েও বেশি পোড়াচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আপনাদের একই পরিণতি হবে বলে মনে করেন দেশের সাধারণ মানুষ। মূল্যস্ফীতির হার সরকারি পরিসংখ্যানেই ৭% ছাড়িয়ে গেছে। বাস্তবে এর অভিঘাতটাতো আরো বেশি। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে অর্থনীতি চাপের মুখে রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার বিশাল মন্ত্রিবহর, তারচেয়ে বড় চাটুকার বহর আর আপনার সরকারের গলায় একের পর এক ব্যর্থতার পদক যেভাবে যুক্ত হচ্ছে, তার ভার বহন করার ক্ষমতা এ দেশের আধপেটা সাধারণ জনগণের নেই। চাটুকাররা হয়তো আপনাকে অনেক প্রকৃত তথ্যই সরবরাহ করে না, জনগণের দুর্দশার কথাও আপনাকে জানায় না। এসব চাটুকার আর সুবিধাভোগীরা সংবাদপত্রের সংবাদগুলোকে মিথ্যা বলে আপনাকে বুজ দিতে চায়। আপনার সরকারে নিজ দলের মন্ত্রীরা তাদের অভ্যাসমতো কাজের চেয়ে কথা বেশি বলে চলেছেন। কাজ দিয়ে আলোচনায় থাকতে না পেরে আবোলতাবোল কথা বলে আলোচনায় থাকতে চাইছেন। এই সুযোগটি নিচ্ছে সরকারের শরিক ধূর্ত জামায়াত। বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে।

বাংলা ভাই, আব্দুর রহমানদের মাধ্যমে এরকম একটা চেষ্টা তারা করে যাচ্ছে। তা না

হলে তারা ওদের পক্ষে কেন কথা বলছে? আপনার অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেয়ার মতো

প্রধানমন্ত্রী সংসদে বললেন, 'ধর্মীয় লেবাসে অন্য কেউ বোমাবাজি করছে দেশকে অস্থিতিশীল করতে।' অন্য কেউ বলতে তিনি আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করেছেন। কথাকন্যা শেখ হাসিনা তো থেমে থাকার পাত্রী নন। তিনিও উত্তরে বললেন, 'হাওয়া ভবনে সন্ধান করুন, বোমাবাজদের পেয়ে যাবেন।' তাদের এই পরস্পরকে জব্দ করার 'খেলা'র সুযোগ নিয়ে জঙ্গিরা দেশ ও জাতির অস্তিত্বই ক্রমশ বিপন্ন করে তুলেছে। ওনারা একবারও ভাবলেন না, দেশ থাকলে তো ওনাদের রাজনীতি থাকবে!

একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতেও আপনারা পিছপা হলেন না! তারপরও জনগণ কিন্তু বিশ্বাস করে, অন্তত বিশ্বাস করতে চায় যে প্রধানমন্ত্রী সক্রিয় হবেন, জনগণের কষ্টের কথা জানবেন ও বুঝবেন। ভারমুক্ত করবেন জনগণকে।

এক ছেলে তার বাবার কাছে জানতে চাইল, 'বাবা রাজনীতি কী?' বাবা তার ছোট ছেলেকে উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা সহজ করে বললেন, 'ধরো আমি এই সংসারটা চালাই, সুতরাং আমি হচ্ছি সরকার। তোমার মা সবসময় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, সে হচ্ছে বিরোধী দল। আমি আর তোমার মা তোমাকে নিয়ে ভাবি, তাই তুমি হচ্ছো জনগণ। তোমার ৫ মাস বয়সী ছোট বোনটিকে আমরা বলতে পারি ভবিষ্যৎ। এখন তুমি চিন্তা কর, ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।' ছেলেটি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভাবতে লাগলো। প্রথমে উঁকি দিল তার বাবা-মায়ের ঘরে। দেখলো তার বাবা ঘুমাচ্ছেন, মা ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাথার চুল ঠিক করছেন। নিজের ঘরে এসে দেখলো, তার ছোট বোন বিছানায় বাথরুমের কাজ করে মাখামাখি হয়ে আছে। ছেলেটি কী করবে বুঝতে পারছে না। এমন সময় ওর মামা আমেরিকা থেকে ফোন করে জানতে চাইলো, কী করছো বাবু সোনা?

ছেলেটি বিহ্বল হয়ে বলল, 'সরকার ঘুমাচ্ছে, বিরোধী দল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে জনগণ দেখতে পাচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ মলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, অথচ সে কিছুই করতে পারছে না।'

আমাদের দেশের রাজনীতির অবস্থা সত্যিই এ রকম। এই ক্রান্তিকালে জনগণের কি কিছুই করার নেই? এ রকম ক্রান্তিকাল এ জাতির জীবনে আগেও এসেছে। সেসব মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে এ দেশের সাধারণ মানুষ। যে জাতি ভাষার জন্য, স্বাধিকারের জন্য রক্ত দিতে পারে, তারা তো হেরে যাবার নয়। জনগণের অগ্রযাত্রাকে রোখার সাধ্য কারো নেই। আমাদের স্বল্পশিক্ষিত কৃষকদের অগ্রযাত্রা এগিয়ে চলছে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার করে চলছেন তারা। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসছে, বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তারা বিশ্ববাজারে পণ্য রপ্তানি বাড়াচ্ছেন। আমাদের প্রবাসীরা শ্রম-ঘাম ঝড়িয়ে বছরে ৩৮০ কোটি ডলারের বেশি রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন দেশে। এসব আশা-জাগানিয়া কর্মকান্ডকে সমর্থন দিতে আমাদের রাজা-রানীদের শুধু একটাই করণীয়, দোলার ভার থেকে জনগণকে মুক্তি দেয়া।